Naive Realism and the Problem of Illusion: A Nyāya Evaluation

সরল বস্তুবাদ ও ভ্রমের সমস্যাঃ নৈয়ায়িকের মূল্যায়ন

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
2(1) 45-49, 2026
©The Author(s) 2026
10.31305/rrjis.2026.v2.n1.007
https://rrjournals.in/

Received: 16 Dec, 2025
Revised: 24 Feb, 2026
Accepted: 25 Feb, 2026
Published: 31 Mar, 2026

*Abhijit Gorai

Research Scholar, Department of Philosophy, University of Gour Banga, West Bengal, India

Abstract: *In the history of Indian Philosophy, the Naiyāyikas are familiar as Realists, and the type of Realism they are in favour of is known as Naïve Realism, as they admit immediate apprehension of external objects in perception. On the other hand, Naiyāyikas recognised the possibility of illusory cognition and the theory of illusion; they advocate that this theory is known as 'Anyathākhyātivāda' or Misplacement-theory. Now the question raises, how can one admit the possibility of error after conceding the direct apprehension theory? Is there any option left to be mistaken about the nature of an object if it is apprehended directly? Either like the phenomenalist or sense data theorist, they will forgo the claim of direct apprehension of objects, or they have to abandon the possibility of illusory cognition. Now, is there any way left to retain both of those theories that seem mutually exclusive at the very outset? This article is an attempt to find a solution to the problem, keeping Nyāya views in consideration.*

Keywords: *'Naïve Realism', Realism, 'Plurality' 'Annyathakhyati'.*

Abstract in Bengali: *ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নৈয়ায়িকগণ বাস্তববাদী (Realist) হিসেবে পরিচিত, এবং তারা যে ধরনের বাস্তববাদ সমর্থন করেন তাকে 'সরল বস্তুবাদ' (Naïve Realism) বলা হয়, কারণ তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা বহির্জগতের বস্তুসমূহের তাৎক্ষণিক উপলব্ধি স্বীকার করেন। অন্যদিকে, নৈয়ায়িকগণ ভ্রান্ত জ্ঞানের সম্ভাবনা ও ভ্রমতত্ত্বকেও স্বীকৃতি দেন; তাঁদের মতে এই তত্ত্ব 'অন্যথাখ্যাতিবাদ' (Anyathākhyātivāda) বা ভ্রান্তিস্থাপন তত্ত্ব নামে পরিচিত। এখন প্রশ্ন ওঠে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তত্ত্ব স্বীকার করার পর কীভাবে ভ্রমের সম্ভাবনা মেনে নেওয়া যায়? যদি কোনো বস্তুকে সরাসরি উপলব্ধি করা হয়, তবে তার প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত হওয়ার আর কী সুযোগ থাকে? হয়তো প্রপঞ্চবাদী বা সেন্স-ডাটা তত্ত্বের অনুসারীদের মতো তাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দাবি ত্যাগ করতে হবে, অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করতে হবে। তাহলে কি এমন কোনো উপায় আছে যার মাধ্যমে এই দুই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী তত্ত্বকে একসঙ্গে রক্ষা করা যায়? এই প্রবন্ধটি ন্যায় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রেখে এই সমস্যার একটি সমাধান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা।*

*Corresponding Author
Abhijit Gorai, Research Scholar, Department of Philosophy, University of Gour Banga, West Bengal, India
abhijitgorai407@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

Keywords: *'সরল বস্তুবাদ', বাস্তববাদ, 'বহুত্ব', 'অন্যথাখ্যাতি'*

বস্তুর স্বরুপ অনুসন্ধানের চেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই হয়েছে ভারতীয় দর্শনে।যার পরিণতি হিসেবে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিজ্ঞান সর্বস্ববাদ, জড় সর্বস্ববাদ, অজ্ঞেয়বাদ থেকে সংশয়বাদ নানাবিধ মতবাদের জন্ম।শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য বেদান্তীদের একটা বড় অংশই যেখানে ব্রহ্মকে মূলতত্ত্ব হিসেবে মেনেছেন সেখানে প্রকৃতি-পুরুষ দুটিকেই মূল তত্ত্বের মর্যাদা দিয়েছেন সাংখ্য দর্শন। চেতনা বা বিজ্ঞানকে একমাত্র তত্ত্বের মর্যাদা দিয়েছেন যোগাচার দর্শন , আবার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে জড়কেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন চার্বাক দার্শনিকেরা। জাগতিক বস্তুর সমূহকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন এবং যে কারনে স্বভাবশুন্য বলে ব্যাখ্যা করে। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন অজ্ঞেয়বাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়। অন্যদিকে জয়রাশিভট্টের মতো বৈতন্ডিকরা প্রমান থেকে প্রমেয় সব কিছুর বাস্তবতায় সংশয়ের প্রদর্শন করেছেন। যারা পরমতত্ত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে তার বহুত্বকে মান্যতা দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়।তারা একেধারে বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী। ন্যায়সুত্রে প্রমাণ-নিগ্রহস্থান পর্যন্ত ষোড়শ তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনেও দ্রব্যাদি পদার্থের সপ্তবিধত্ব সমর্থন করা হয়েছে। এভাবে এরা বস্তুবাদী, বহুত্ববাদী, অধিবিদ্যা বিকশিত হয়েছে ন্যায় ঐতিহ্যে।

ন্যায় বৈশেষিক যে বস্তুবাদ মানেন তার একটি স্বকীয় চরিত্র রয়েছে, এই বস্তুবাদকে পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষায় 'Naïve Realism' বলে বর্ণনা করা যায়। যদিও 'Naïve' শব্দটি নিন্দাবাচক বলে অনেকে মনে করেন তথাপি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই মতবাদের সাদৃশ্য থাকায় একে Naïve Realism বলে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও বিমলকৃষ্ণ মতিলাল মন্তব্য করেছেন- "Naïve Realism is not really Naïve"[1] সাধারণ মানুষ যেমন দেশ স্থানে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় ঘট পটাদি ব্যাবহারিক জীবনে উপলব্ধ বস্তুর বাস্তবতা মানে। শুধু তাই নয়,তারা এইও বিশ্বাস করেন যে ঐ সকল বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হতে পারে।ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বস্তুর সরাসরি প্রত্যক্ষ অনুমোদন করেন নৈয়ায়িকদের এ ধরনের বস্তুবাদ অনেক সময় 'সরল বস্তুবাদ' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

ভারতীয় ঐতিহ্যে সেই বস্তুবাদের নিদর্শন যে রয়েছে তার নমুনা পেশ করার আগেই বস্তুবাদ কথাটির যৌক্তিক সীমা নিরূপণ করা দরকার।বস্তুবাদ যে ইংরেজি শব্দ 'realism' এর ভাষান্তর তার অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে stanford Encyclopedia of Philosophy – তে বলা হয়েছে 'realism' হল 'বস্ত সম্বন্ধীয়'(about a thing) বা 'কোন কিছুর প্রসঙ্গে'(concerning some object) একটি তাত্ত্বিক মতবাদ অর্থাৎ যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধ হয় তা সকল কিছুরই একটি বাস্তবতা বা বস্তুগত ভিত্তি আছে অথবা জগত সম্বন্ধীয় আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান গুলি সত্য। ভাববাদীদের মতো এরা বলেন না যে চরম চৈতন্য ছাড়া বাকি সব কিছুই ভ্রম বরং এদের মূল বক্তব্যই হল জ্ঞানে উদ্ভাসিত জাগতিক বস্তুরাজি, যাদেরকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন ব্যাবহার সম্পন্ন হয়, সেগুলি কীভাবে ভ্রম হতে পারে?এই পরিদৃশমান জগত আভাসিক বা অসৎ নয়, তার একটি পৃথক সত্ত্বা আছে।

বস্তুবাদীরা স্পষ্টভাবে কোন কিছুর অস্তিত্ব দাবি করেন- তা সে দৈনন্দিন বস্তু সম্বন্ধেই হোক বা তার সুক্ষাতিসুক্ষ উপাদান সম্পর্কেই হোক। যেমন একজন বস্তুবাদী দাবি করেন একটি পস্তর খণ্ড, একটি টেবিল, চাঁদ ইত্যাদি বিষয়গুলির বিষয়গত অস্তিত্ব আছে; এরা সকলেই অস্তিত্বশীল। শুধু তাই নয় বস্তুগুলির অস্তিত্ব দাবি করার পাশাপাশি সে বস্তু গুলির ধর্মেরও যে বাস্তবতা আছে একথাও দাবি করেন বস্তুবাদীরা। অস্তিত্বগত ও জ্ঞানগত এই দুই নিরপেক্ষতাকে বিচারে রাখলে ভারতীয় দর্শনে এমন বহু মতবাদের পরিচয় আমরা পাই যেগুলিকে বস্তুবাদ হিসেবে গণ্য করা যায়। এই তালিকায় যেমন জড়সর্বস্ববাদীরা রয়েছেন তেমনই অধ্যাত্মবাদীরাও রয়েছেন, যেমন নাস্তিক্য পরম্পরার চিন্তাবিদরা রয়েছেন তেমনই আস্তিক্যবাদী সম্প্রদায় গুলিও রয়েছেন অর্থাৎ কিনা নাস্তিক-আস্তিক, জড়বাদী- অধ্যাত্মবাদী, নিরীশ্বরবাদী- ইশ্বরবাদী এই বিভাজনগুলির সঙ্গে বস্তুবাদী ও অবস্তুবাদীর বিভাজন সমান্তরাল নয়।

বিশেষভাবে দৃষ্টব্য যে ভারতীয় পরম্পরায় বস্তুবাদ ভাববাদের বিরোধী হলেও অধত্ম্যবাদের বিরোধী নয়।দর্শনের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো এহেন সাক্ষাৎ বস্তুবাদ যে দার্শনিক মহলে খুব একটা কলকে পেয়েছে তা নয়। বুদ্ধিবাদী থেকে অভিজ্ঞতাবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের নানা পরম্পরা যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তারা অধিকাংশই সাক্ষাৎ বস্তুবাদকে গ্রহণ করেন নি। এখন সাক্ষাৎ ভাবে আমরা যাকে জানি তা কি বস্তু? এই প্রশ্নের উত্তরে দেকার্ত থেকে শুরু করে হালের মূর রাসেল সকলেই কিন্তু তারা নঞর্থক মতই প্রকাশ করেছেন।

[1] Matilal,B.K.1986, *Perception (An Essay on classical Indian theories of knowledge)*, New York: clarendon press, page-1.

দেকার্ত বলেছেন আমাদের মন সরাসরিভাবে যার সাথে যুক্ত হয় তা হল ধারণা। এই ধারণার থেকে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি। কিন্তু সরাসরিভাবে আমরা যার সম্পর্কে অবহিত হই তাকে বস্তু বলা চলে না। জন লকও সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়কে 'idea' বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই 'idea' শব্দের দ্যোতনা কার্তেসীয় 'idea'-এর সাথে যে পুরোপুরি এক নয় তা লকীয় ধারণার সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট। লক বলেছেন- "যা কিছু আমি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, যা আমার সাক্ষাৎ বোধের বিষয় তাকেই আমি বলি ধারণা"। এর থেকেই বঝা যায় সাক্ষাৎ বোধের বিষয় তা'ই ধারণা তা'ই সাক্ষাৎ বোধের বিষয়। সাক্ষাৎ বোধের বিষয় ও ধারণা একই শব্দ। সুতরাং সাক্ষাৎ বোধের বিষয় বস্তু হতে পারে না।

বার্কলেও জড় দ্রব্যের পরিবর্তে সরাসরি যাকে আমরা পাই তাকে বলেছেন 'sensation'। এই 'sensation' শব্দটি পরবর্তীকালে মিলও সমর্থন করেছেন। হিউমের কাছে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় 'sensation' বা 'idea' নয় , বরং 'impression'। এই 'impression'-ই যখন স্মৃতি বা কল্পনায় উপস্থাপিত হয় তখন তাকে তিনি বলেছেন 'idea'। সুতরাং 'idea' শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে হিউম দেকার্ত বা লোকের ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মূর এটিকে বলেছেন 'sense data' (ইন্দ্রিয় উপাত্ত) বা 'sense content'। রাসেল 'sense data'-র পাশাপাশি 'percept', 'perspective' কথাগুলি সংযুক্ত করেন। জে.এল. অস্টিন এটিকে 'sensa' বা 'sensibilia' নামে অভিহিত করেছেন। । নানা জনে নানা শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে ইন্দ্রিয় উপাত্তকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে তারা সকলেই একমত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে আমরা এই ইন্দ্রিয় উপাত্তকেই দেখি, কোন জড় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

সরল বস্তুবাদ বা Naïve Realism দার্শনিককূলে সর্বথা মান্যতা না পেলেও কি পাশ্চত্য কি প্রতীচ্য এমন অনেক দার্শনিক আছেন যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন। প্রত্যেকটি মতবাদেরই কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা থাকে। সরল বস্তুবাদ বা সাক্ষাৎ বস্তুবাদ তার ব্যাতিক্রম নয়। বহু দার্শনিক এই মত সমর্থন করেন সুতরাং এই মতবাদের অবশ্যই কিছু গ্রহণযোগ্যতা আছে। প্রথম দেখা যাক এই মত ঠিক কি কি কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এব্যাপারে দুটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে।

সরল বস্তুবাদের স্বপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি এই যে আমাদের দৈনন্দিন অনুভব এই মতবাদের পক্ষে যায়। সাধারণ মানুষ থেকে মনুষ্যতর প্রাণী সকলের ব্যবহারের মধ্যে প্রত্যক্ষের ছাপ স্পষ্ট। আশপাশের নদীনালা, গাছপালা সম্বন্ধে আমরা যে সরাসরি জ্ঞান লাভ করি এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কখনো সংশয় হয় না। দূর থেকে দেখে দৃশ্যমান বস্তু মানুষ না ল্যাম্পপোস্ট, স্থান নাকি পুরুষ সে বিষয় সংশয় হয় বটে কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে নিকট থেকে যখন একই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন আমরা যে তাকে সরাসরি জানছি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এমন কি মনুষ্যেতর প্রাণী যেভাবে বস্তু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে তা লক্ষ্য করলে কখনোই সন্দেহ হয় না যে ওই সকল বস্তু সম্পর্কে তাদের পরোক্ষ জ্ঞান হচ্ছে।

আদৌ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ক্ষমতা মানুষের নেই। কাজেই বস্তু সম্পর্কে যে সমস্ত অবধারন আমরা গঠন করি সে গুলিকে স্থগিত রাখা উচিত। এভাবে যাবতীয় জ্ঞানের দাবী নাকচ করার মূলে সংশয়বাদীরা যে যুক্তির অবতারণা করেন সেই যুক্তির শৈলীকে এ. জে.এয়ার প্রকাশ করেছেন এভাবে -

প্রথমত, যেসব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় বলে আমরা দাবী করি তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সে সবই পরোক্ষ, যেমন ভৌত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি বলে আমরা দাবি করি অথচ বাস্তবে আমরা কিছু উপাত্ত পাই যাদের বস্তু বলা যায় না। অন্যের মনকে জানি বলে দাবী করি, অথচ বাস্তবে আমরা যা দেখি তা তার বাহ্য আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। অতীত সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা বর্তমানকে অবলম্বন করে অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ অনুমানমূলক। সংশয়বাদীর এই পরোক্ষ জ্ঞানের দাবী যে বহু দার্শনিক সমর্থন করেন তা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয়ত, বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে পরোক্ষ বা আনুমানিক সে দাবী রাখার পর সংশয়বাদী দেখান যে জ্ঞান অবরোহমূলক নয়। কারণ অবরোহাত্মক জ্ঞানে হেতু বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং হেতু বাক্যের দাবী কখনোই সিদ্ধান্তের দাবীকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ বাস্তবে আমরা যা দিয়ে শুরু করি তা ইন্দ্রিয় উপাত্ত বিষয়ক বিবৃতি এবং যাতে পৌঁছাই তা ভৌত বস্তুমূলক বিবৃতি । স্পষ্টতই এই জ্ঞান অবরোহমূলক হতে পারে না।[2]

[2] "…there is no deductive passage from propositions which relate to physical objects"- Ayer, A.J, 1973, *The Central Questions of Philosophy*, London: Penguine Book. Page- 63

তৃতীয়ত, এই জ্ঞানকে আরোহমূলকও বলা যায় না। একথা ঠিকই যে আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কিছু থেকে সকলে, জানা থেকে অজানায় পাড়ি দেওয়ার একটা স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু একজাতীয় বিষয়ের জ্ঞানকে অবলম্বন করে অন্য জাতীয় বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানার অধিকার আরোহ অনুমান আমাদের দেয় না। কিছু কাক কালো দেখে সব কাকের কালোত্ব সম্বন্ধে এই অনুমান হতে পারে কিন্তু সকল গরুর চতুষ্পদত্বের অনুমান হতে পারে না। যা থেকে যাত্রা করছি তা ইন্দ্রিয় উপাত্ত আর যাতে পৌঁছাছি তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভৌতবস্তু, এইরকম ক্ষেত্রে আরোহের প্রয়োগও ব্যর্থ। যেহেতু ভৌত বিষয়ের জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ এবং যেহেতু ঐ জ্ঞান আরোহ বা অবরোহমূলক হতে পারে না। তাই সংশয়বাদীর দাবী বাহ্যবস্তু, অপর মন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো জ্ঞানই হতে পারে না।[3]

সংশয়বাদীর এই গুরুতর আপত্তিকে প্রতিরোধ করার অনেক পন্থা আছে। সংশয়বাদীর সিদ্ধান্তকেই অস্বীকার করেন স্বজ্ঞাবাদীরা। কারণ স্বজ্ঞার মাধ্যমেও আমাদের জ্ঞান হতে পারে।

কিন্তু সাক্ষাৎ বস্তুবাদ অনুমোদন করার ব্যাপারে একটি বড় সমস্যা রয়েছে এই মতবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তিটি অত্যন্ত জোরাল বলে মনে হয় তা হল- ভ্রম সম্বন্ধীয় আপত্তি। ভ্রম বা অধ্যাস একটি অনুভুত সত্য মোমের পুতুলকে মানুষ বলে ভুল করা। রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করা এসব অধ্যাস যেমন রয়েছে তেমনি মাতালের গোলাপি ইঁদুর দর্শনের মতো অমূল প্রতক্ষ্য রয়েছে। যদি সাক্ষাৎভাবে বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় তাহলে এই সকল ভ্রম ঘটে কেন? এই সমস্যাটির সমাধান নৈয়ায়িক কীভাবে করবেন সেটি একটি বড় প্রশ্ন বিশেষত মনে রাখা দরকার যে নৈয়ায়িকরা বস্তুর সাক্ষাৎ অনুমোদন করেন তাই নয় তারা বিপর্যয় স্বীকার করেন এই বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ তত্ত্ব স্পষ্টতই অসঙ্গতি বলে মনে হয়। এই আত্ম অসঙ্গতি এড়াতে গেলে হয় প্রভাকর মীমাংসা সম্প্রদায় এর মতো অপ্রমা অস্বীকার করতে হয় নৈয়ায়িককে এবং বলতে হয় সব জ্ঞানই প্রমা। কিন্তু লোকো ব্যবহারবাদী নৈয়ায়িক পক্ষে অনুভবলব্ধ ভ্রমকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বস্তুত, তারা তা করেওনি; পরিবর্তে তারা ভ্রম সম্মধে অন্যথাখ্যাতি বাদ সমর্থন করেছেন। কিন্তু খ্যাতিবাদকে মেনে নিলে সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব পরিহার করে সৌত্রান্তিকের মতো নৈয়ায়িককে বাহ্যনুমেয়বাদ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকরা সাক্ষাৎ বস্তুবাদকে মেনে ভ্রমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনে ভ্রমকে 'খ্যাতি' নামে অভিহিত করা হয় আর ভ্রম সম্মন্ধীয় মতবাদকে বলা হয় 'খ্যাতিবাদ'। এই 'খ্যাতি' একটি পারিভাষিক শব্দ। 'খ্যাপতে ইতি খ্যাতি'- এই অর্থে খ্যাতি বললে যদিও জ্ঞানকেই বোঝায় কিন্তু এখানে ভ্রম জ্ঞান অর্থেই বিষয়টিকে বুঝতে হবে। ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ খ্যাতিবাদ ব্যবস্থিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে আপাতভাবে নানা বিরোধ থাকলেও প্রত্যেকটি খ্যাতিবাদ তাদের নিজ দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মানে। ভারতীয় দর্শনে এই খ্যাতিবাদের দ্বারা কখনও যেমন ভ্রমের জ্ঞানীয় স্বরুপ সম্পর্কে, ভ্রমীয় বিষয়ের আধিবিদ্যক স্বরুপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তেমনই আবার ভ্রান্ত ব্যাবহারকেও বিশ্লেষিত করা হয়েছে।

নৈয়ায়িকেরা যে খ্যাতিবাদ স্বীকার করেন তা অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে পরিছিত। তবে ভাট্ট সম্প্রদায় অন্যথাখ্যাতিবাদের এবং নৈয়ায়িকেরা বিপরীতখ্যাতিবাদেরও সমর্থক ছিলেন বলে লোকশ্রুতি আছে। তবে ভাট্ট মতে বিপরীতখ্যাতি মাত্রই অন্যথাখ্যাতি হলেও, সকল অন্যথাখ্যাতি বিপরীতখ্যাতি নয়। আসলে ভাট্ট সম্প্রদায় মনে করেন ভ্রান্তজ্ঞানের দুটি প্রকার- মিথ্যাজ্ঞান এবং অভাবজ্ঞান। মহর্ষি গৌতম ভ্রমজ্ঞান বলতে মিথ্যাজ্ঞানকেই বুঝিয়েছেন[4]। তাৎপর্যটীকাকার অবশ্য মনে করেন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মিথ্যাজ্ঞান বলতে বিপরীতখ্যাতিকেই বুঝিয়েছেন।

কাজেই প্রাচীন এবং নব্য উভয় মতেই মিথ্যাজ্ঞান বলতে অন্যথাখ্যাতিকেই[5] বোঝানো হয়েছে। অন্যবস্তুর অন্যরূপে খ্যাতি হল অন্যথাখ্যাতি যেমন রজ্জুত্ব বিশিষ্ট বস্তুর সর্পত্ব বিশিষ্টরূপে খ্যাতি। শুক্তিত্ব বস্তুর রজতত্ব বিশিষ্টরূপে খ্যাতি। সম্মুখত বস্তু যে ধর্ম বিশিষ্ট সেই ধর্ম প্রকারক রূপে তার জ্ঞান না হয়ে যদি পুরোবর্তী বস্তুর যে ধর্মের অভাব রয়েছে সেই ধর্ম পুরস্কারে তার ভান হয় তাহলে তাকে বলে অন্যথাখ্যাতি বা অন্যরূপেখ্যাতি।

তবে কি প্রাচীন কি নব্য উভয়ের এবিষয় অভিন্ন মত যে, পূর্ববর্তী দৃশ্যমান ধর্মীর মতোই যে ধর্ম ভ্রমাত্মকভাবে তাতে আরোপিত হয় অর্থাৎ ভ্রমের অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বিষয় উভয়েই বাস্তব সত্য পদার্থ (real object) বলে মনে করেন। নৈয়ায়িকরা কেবল ধর্মাংশেই ভ্রম স্বীকার ধর্মী অংশে নয়। উপস্থিত রজ্জু যতখানি বাস্তব অনুপস্থিত সর্পও ততখানি বাস্তব। যে শুক্তি রজত রূপে প্রতিভাত হচ্ছে সেই শুক্তির পাশাপাশি যে রজতের ধর্ম প্রতিভাত হচ্ছে তাও এই জগতেরই উপকরণ। তফাৎ শুধু এখানেই যে শুক্তি তৎ দেশে তৎ কালে উপস্থিত এবং রজত হট্টাদি দেশে অন্য

[3] "…if our belief in the exixtence of physical objects cannot be justified either by a deductive or by an iductive argument, it does not have any ration warrant"-Ibid, page-64

[4] ন্যায়সূত্র ১।১।২

[5] ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যটীকা পৃ- ৫৮/১১-১২

কালে উপস্থিত। রজ্জুকে যখন রজ্জু রূপে জ্ঞাত হয় তখন তার রজ্জুত্ব ধর্মটি যেমন বাস্তব যখন সেই সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তখন তার ধর্মটি তেমনই বাস্তব। তফাৎ শুধু এখানে প্রমাত্মক জ্ঞানে ধর্ম, ধর্মী ও তাদের সম্বন্ধ তিনটিই তাত্ত্বিক; আর ভ্রমস্থলে ধর্ম ও ধর্মী তাত্ত্বিক হলেও তাদের সম্বন্ধটি অ-তাত্ত্বিক। এ আসলে বিশেষণের ব্যর্থ প্রয়োগ যাকে ' Misplacement'এই শব্দবন্ধের দ্বারা অভিহিত করা যায়।

উদয়নাচার্য অবশ্য একটু ভিন্ন ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে- আমরা বস্তুর প্রতিভাসের দ্বারা কোন কোন সময় প্রতারিত হই ঠিকই কিন্তু এই বিভ্রান্তিই প্রমাণ করে যে আমাদের বস্তুর সাক্ষাৎ অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়। যেমন যদি বলা হয় বন্দুকের গুলিটি এখন লক্ষ্যচ্যুত হল তাহলে একথাও মেনে নিতে হয় যে বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভেদও করতে পারে। ঠিক তেমনই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষই প্রমাণ করে যে অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ আমাদের হয়। এই প্রত্যক্ষটি ভ্রান্ত বলার অর্থই হলো অভ্রান্ত প্রত্যক্ষকে স্বীকার করে নেওয়া। যেমন যদি কোন লক্ষ্যই না থাকে তাহলে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনই অভ্রান্ত না থাকলে কোন কিছু ভ্রান্ত হতে পারে না। সুতরাং এই ভ্রমের ঘটনা সাক্ষাৎ বস্তুবাদের প্রতিবন্ধক নয় বরং সাক্ষাৎ বস্তুবাদের সমর্থনে একটি জোরালো দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে বলা যায় ন্যায়- বৈশেষিকরা সাক্ষাৎ বস্তুবাদকে মেনে নিয়ে ও ভ্রমের ঘটনার বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ন্যায় বৈশেষিকরা দেখিয়েছেন শুধু যথার্থ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই নয় ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা সাক্ষাৎ ভাবেই প্রত্যক্ষ করি এবং তা বাস্তব পদার্থ। শুক্তিকে যখন রজত হিসেবে প্রত্যক্ষ করি তখন রজতের যে প্রত্যক্ষ আমাদের হয় সে রজত আলেক বা অবাস্তব কিছু নয় বরং দেশান্তরীয় বা কালান্তরীয় বাস্তব বস্তুই। এভাবে যাকে প্রত্যক্ষ করছি এবং যে ধর্ম পুরস্কারে প্রত্যক্ষ করছে এই দুইয়ের বাস্তবতা অক্ষুন্ন রেখেও ভ্রমকে যদি Mis-placement বা অন্য বস্তুর অন্যত্রখ্যাতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে বস্তুর বাস্তবতা যেমন রক্ষিত হয় তেমনই প্রত্যক্ষকে সাক্ষাৎ বলতেও কোন অসুবিধা থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সর্বানুভ সিদ্ধ। দৈনন্দিন জীবনে সকলেই বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অনুমোদন করে। যারা তত্ত্বগত ভাবে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ সমর্থন করেন তাদের দৈনন্দিন জীবনের গ্রহণ বর্জন ব্যবহার এক কথায় তাদের শরীরে ভাষায় বুঝিয়ে দেয় যে বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ তারাও স্বীকার করেন। এই ব্যবহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ তত্ত্বের পক্ষেই রায় দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী

[1] Krishna Daya, *Indian philosophy: a counter perspective*, New York: Oxford University press, 1991.
[2] Dravid, N. S., *"Nyaya is Realist per Excellence", In Discussion and Debate in Indian philosophy*, Daya Krisna (Ed.), Delhi: Indian council of philosophical Research, 2004.
[3] Gangopadhyaya, Mrilankanti, *Indian atomism*, calcutta: K. P. Bagchi & company, 1980.
[4] Matilal, Bimal Krishna, Mind, Language Ana World (The collected Essays of Bimal Krishna Matilal), Jonardon Ganeri (Ed.) New Delhi: Oxford University press, 2002.

বাংলাসহায়ক গ্রন্থ

[1] তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ, ন্যায় পরিচয়, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।
[2] দত্ত, রাসবিহারী, ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খন্ডন , কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।
[3] বিশ্বনাথ, ভাষা পরিচ্ছেদঃ (ন্যায়- সিদ্ধান্ত- মুক্তাবলী টীকা সহিত), শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কলকাতা:মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
[4] ভট্ট, কুমারিল, মীমাংসাশ্লোকবার্তিক, পন্ডিত দুর্গাধর ঝা, দারভঙ্গা: কামেশ্বর সিংহ দারভঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
[5] ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্ববন্ধু, অনুমান চিন্তামণি, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি ১৯৯৩।
[6] মহর্ষি গৌতম, ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (প্রথম খন্ড), মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ) , কলকাতা: ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

Cite this article

Gorai, A. (2026). Naive Realism and the Problem of Illusion: A Nyāya Evaluation: সরল বস্তুবাদ ও ভ্রমের সমস্যাঃ নৈয়ায়িকের মূল্যায়ন. *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *2*(1), 45-49. https://doi.org/10.31305/rrjis.2026.v2.n1.007